৫

কারেন্ট ইস্যু

এক নজরে

মার্চ ২০০৮

রাজনীতি ও কূটনীতি বিষয়ক পরিভাষা

কারেন্ট ইস্যু

আমাকে রাখে সময়োপযোগী

www.currentissuebd.com

রাজনীতি ও কূটনীতি বিষয়ক পরিভাষা

- **অলিগার্কি (Oligarchy):** এরিস্টটলের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারের দু'টো রূপ আছে। যথা- ১. স্বাভাবিক রূপ, ২. বিকৃত রূপ। কয়েকজন ব্যক্তি সাধারণ স্বার্থে দেশ শাসন করলে হয় এরিস্টোক্রাসি এবং তারা তাদের শ্রেণী স্বার্থে শাসন পরিচালনা করলে হয় অলিগার্কি। এরিস্টোক্রাসি বা অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপ হলো অলিগার্কি বা ধনিকতন্ত্র।
- **অ্যাসেসমেন্ট (Assessment):** অ্যাসেসমেন্ট হলো কোনো কিছুর কর নির্ধারণ করা।
- **অ্যাটাশে (Attache):** অ্যাটাশে হলো রাষ্ট্রদূতের সহকারী সদস্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামরিক, শ্রম ইত্যাদি বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন একজন অ্যাটাশে।
- **আয়রন কার্টেন বা ব্যাম্বো কার্টেন (Iron Curtain or Bamboo Curtain):** কমিউনিস্ট দেশ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির বহিঃপ্রকাশ রোধকল্পে সংবাদ মাধ্যম, বিদেশীদের আগমন ইত্যাদির ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ পদ্ধতিকে আয়রন কার্টেন বা লৌহ যবনিকা বলা হয়। চীন দেশ কর্তৃক গৃহীত এ ব্যবস্থাকে ব্যাম্বো কার্টেন বলা হয়।
- **ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack):** তিন ক্রসবিশিষ্ট যুক্তরাজ্যের পতাকার নাম ইউনিয়ন জ্যাক।

- **অডিট (Audit):** প্রতি বছর সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা করাকে অডিট বলে।
- **অর্ডিন্যান্স (Ordinance):** অর্ডিন্যান্স হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ঘোষিত একটি ব্যবস্থা যা জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে পারে।
- **আশ্রিত রাষ্ট্র (Protectorate):** শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অন্যান্য বিষয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে বলে এ ধরণের রাষ্ট্রকে আশ্রিত রাষ্ট্র বলে।

- **ইনজ্যাঙ্কশন (Injunction):** বিচারালয় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ এবং কোনো অন্যায় কার্য থেকে বিরত রাখার নাম ইনজ্যাঙ্কশন।
- **ইয়োলো-ডগ কনট্রাক্ট (Yellow-dog Contract):** ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান না করার জন্য আমেরিকার মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে চুক্তি করে যে অঙ্গীকার করা হয় তাকে ইয়োলো-ডগ কনট্রাক্ট বলে। এ চুক্তিনামা ১৯৩৫ সালে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়।
- **ইয়োলো পিরিল (Yellow Peril):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে জাপান কর্তৃক সাম্রাজ্য বিস্তারের ঝুঁকিকে 'ইয়োলো পিরিল' বলে।
- **ইসচিট (Escheat):** উত্তরাধিকারের অভাবে কোনো সম্পত্তি যখন রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায় বা বাজেয়াপ্ত হয় সেটাই ইসচিট।
- **উইমেনস লিবারেশন মুভমেন্ট (Women's Liberation Movement):** পুরুষের মতো সমান ক্ষমতা ও অধিকারের দাবি করে নারীরা যে আন্দোলন করে তাকে উইমেন্স লিবারেশন মুভমেন্ট বা নারী স্বাধীনতা আন্দোলন বলে। পুরুষদের প্রভুত্বের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা প্রথম এ আন্দোলন শুরু করে।
- **এমবারগো (Embargo):** এমবারগো হলো বিদেশী জাহাজের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। এর ফলে বন্দরে কোনো বিদেশী জাহাজ প্রবেশ করতে বা ত্যাগ করতে পারে না।
- **এনসাইক্লিক্যাল (Encyclical):** পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারের জন্য পোপের ধর্ম সম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক চিঠি হলো এনসাইক্লিক্যাল।

- **অ্যাসাইলাম (Asylum):** রাজনৈতিক কোন্দল বা অন্য কোনো কারণে যখন কোনো রাজনৈতিক শরণার্থী অন্য কোনো দেশে আশ্রয়গ্রহণ করেন তখন তাদের এ আশ্রয়গ্রহণকে অ্যাসাইলাম বলে।
- **অ্যাটর্নি-জেনারেল (Attorney-General):** একটি দেশের সরকারের প্রধান আইনজীবীকে অ্যাটর্নি-জেনারেল বলে।
- **আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসি (Bureaucracy):** আমলাতন্ত্র বলতে বিভিন্ন দপ্তরের হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের স্থায়ী কর্মচারীগণের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপকে বোঝায়।

- **এনভয় (Envoy):** বিদেশে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে রাষ্ট্রদূত এবং চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের মাঝামাঝি পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এনভয় বলে।
- **এসপিয়নেজ (Espionage):** এটি একটি সংঘবদ্ধ সংস্থা, যার মূল কাজ হলো গুপ্তচরবৃত্তি চালানো।
- **এথনোগ্রাফিক্যাল প্রিন্সিপল (Ethnographical Principle):** এক জাতি ও ভাষাভাষির সকল ব্যক্তিকে একটি সাধারণ রাষ্ট্রের আওতাধীনে আনার নীতিকে এথনোগ্রাফিক্যাল প্রিন্সিপল বলা হয়। এ নিয়মানুযায়ী রাজনৈতিক সীমানাও নির্ধারণ করা হয়।
- **এক্সচেঞ্জার (Exchanger):** এক্সচেঞ্জার হচ্ছে সরকারের রাজস্ব বিভাগ।
- **ওয়েটেজ (Weightage):** সংখ্যালঘু জনগণকে রক্ষার জন্য তাদের ওপর জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য যে প্রতিনিধি থাকে তার চেয়ে অধিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করাকে ওয়েটেজ বলে।
- **কনসেনট্রেশন ক্যাম্প (Concentration Camp):** কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বলতে একনায়কতান্ত্রিক দেশের বন্দিশালাকে বোঝায়। এখানে রাজনৈতিক বন্দিদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। তাদের কোনো বিচার হয় না ও আত্মরক্ষার কোনোরূপ সুযোগ দেয়া হয় না।
- **ক্রিডেনশিয়ালস (Credentials):** এক দেশ কর্তৃক অপর দেশে প্রেরিতদের পরিচয়পত্র। নবনিযুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে এ পরিচয়পত্র সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পেশ করতে হয়।

- **ইয়োলো জার্নালিজম (Yellow journalism):** অবাস্তব ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ অথবা ছবি যখন কোনো সংবাদপত্রে ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয় তখন সে অবস্থাকে ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা বলে।
- **ইমপিচমেন্ট (Impeachment):** রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে পার্লামেন্ট বা উচ্চ ট্রাইবুনাল গঠন করে বিশেষভাবে বিচার করা হয়। এ বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করাকে ইমপিচমেন্ট বলে।

- **কনভেনশন বা সম্মেলন (Convention):** এতে একটি আনুষ্ঠানিক সভার মধ্যে কিছু আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য এ চুক্তিগুলো স্থায়ী নয়।
- **কনস্টিটিউয়েন্সি (Constituency):** যে কোনো নির্বাচনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন এলাকাকে কনস্টিটিউয়েন্সি বলা হয়।
- **কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি (Coalition Ministry):** বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বিভিন্ন দলের সদস্য থাকার দরুন কোয়ালিশন মিনিস্ট্রি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না।
- **ক্যাভালরি (Cavalry):** অশ্বারোহী সৈন্যদল, যারা তলোয়ার ও বল্লম বহন করে।
- **ক্রস ভোটিং (Cross Voting):** কোনো দল নিজ দলের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অন্য দলকে ভোট দেয়ার পদ্ধতিকে ক্রস ভোটিং বলে।
- **ক্যাপিচুলেশন (Capitulation):** শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের নিকট শর্তাধীনে আত্মসমর্পন করা। ঐ আত্মসমর্পনে অপমানজনক শর্ত আরোপ করা হয়।
- **কাস্টিং ভোট (Casting-Vote):** কোনো নির্বাচনে দু'দল একই সংখ্যক ভোট পাওয়ার পর ক্ষমতা গ্রহণ নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন সে অচলাবস্থা দূর করার জন্য সভাপতি নিজে একটি ভোট প্রদান করেন। এ ভোট গ্রহণের পদ্ধতিকে কাস্টিং ভোট বলা হয়ে থাকে।
- **ক্যামোফ্লেজ (Camouflage):** ক্যামোফ্লেজ বলতে গাছপালা, ডালপাতা, লতাগুল্ম ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার পদ্ধতিকে বোঝায়।

- **একনায়কতন্ত্র (Dictatorship):** এই শাসনব্যবস্থায় সরকার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। শাসকব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনগণের প্রতি তার বা তাদের দায়িত্বশীলতা অস্বীকার করে। সরকার নির্বাচনে জনগণকে কোনো অধিকার দেয় না; যে কোনো বিরোধী দল ও মতকে দমন করা হয়।
- **ওয়ার ক্রাইমস বা যুদ্ধ অপরাধ (War Crimes):** যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের আগে ও পরে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি অমানবিক কার্যকলাপকে যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

- **কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি (Constituent Assembly):** দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে পরিষদ গঠিত হয় তাকে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বলে।
- **কনফেডারেশন (Confederation):** অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কতিপয় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র একত্রে যে সংস্থা গঠন করে তাকে কনফেডারেশন বলে।
- **কুয়োমিনটাং (Kumintang):** চীনা জাতীয় বিপ্লবী দল। ১৯১২ সালে সান ইয়াৎসেন এ দল গঠন করেন। ফরমোজার চিয়াং-কাউসেক কর্তৃক পরিচালিত দল।
- **কুয়িসলিং (Quisling):** কুয়িসলিং শব্দ দ্বারা পঞ্চম বাহিনী বা বিশ্বাসঘাতক দালালকে বোঝানো হয়। এ নাম নাৎসিবাদী আর্মি অফিসার নরওয়ের ভিডকুন কুয়িসলিং-এর নাম থেকে নেয়া হয়েছে। ১৯৪২ সালে তিনি হিটলারের সহযোগিতায় নরওয়ের পুতুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ভিডকুন কুয়িসলিংকে হত্যা করা হয়।
- **কু ক্লাক্স ক্লান (KKK):** আমেরিকানদের এক গোপন সংস্থা যা নিগ্রোদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার এবং বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।
- **ইউটোপিয়া বা কল্পরাজ্য (Utopia):** ইউটোপিয়া হচ্ছে কল্পনার সুখরাজ্য। স্যার টমাস মুরের লেখায় ইউটোপিয়াকে এক আদর্শ দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে সেখানে পূর্ণাঙ্গ সরকার ও জীবনের চরম সুখ গড়ে ওঠার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
- **গেস্টাপো (Gestapo):** নাৎসিবাদ বিরোধীদের বিরুদ্ধে গঠিত জার্মানির গোপন একটি রাজনৈতিক দল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ রাজনৈতিক দল জার্মানবাসীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

- **কমিউনিজম (Communism):** কমিউনিজম হচ্ছে এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত। এ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের বিলোপ ঘটে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক সুযোগসুবিধা সমানভাবে বণ্টিত হয়।
- **কোরাম (Quorum):** সভা ও কার্য সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যক ন্যূনতম সভ্য।
- **গণতন্ত্র (Democracy):** যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তা-ই হচ্ছে গণতন্ত্র। এ শাসনব্যবস্থাকে জনগণের সরকার বলা হয়।

- **গানবোট ডিপ্লোম্যাসি (Gun-Boat Diplomacy):** গানবোট ডিপ্লোম্যাসি হচ্ছে একটি দেশের প্রতি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, শক্তি বা অন্যান্য মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি ও ভয় দেখানো। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ মিত্রশক্তির সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ বিরতির চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।
- **গেরিলা ওয়ারফেয়ার (Guerilla Warfare):** বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থেকে খণ্ড-খণ্ড যুদ্ধ করাকে গেরিলা ওয়ারফেয়ার বা গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়।
- **জিও-পলিটিক্স (Geo-Politics):** জিও-পলিটিক্স হচ্ছে ভূখণ্ড নির্ভর রাজনীতি। একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বে তার অবস্থান অনেকাংশে জিও-পলিটিক্সের ওপর নির্ভর করে।
- **ডি জুরি (De-Jure):** আইনসম্মতভাবে কোনো নতুন রাষ্ট্র বা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের প্রক্রিয়াকে ডি জুরি বলা হয়ে থাকে।
- **টেরিটোরিয়ান ওয়াটার (Territorian Water):** আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী টেরিটোরিয়ান ওয়াটার সমুদ্রতীর থেকে তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, যা লো ওয়াটার মার্ক থেকে মাপা হয়। এ ওয়াটার কোনো দেশের বৈধ কর্তৃত্বে থাকাকে টেরিটোরিয়ান ওয়াটার বলা হয়ে থাকে।
- **ডি-ডে (D-Day):** ১৯৪৪ সালের ৫ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রবাহিনী ফ্রান্স থেকে জার্মান সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য এক বিশাল অভিযান শুরু করে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে জার্মান সৈন্যরা ফ্রান্সে পরাজিত হয়। তাই ৫ মে কে ডি-ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- **চরমপত্র (Ultimatum):** আলটিমেটাম বা চরমপত্র হচ্ছে যে কোনো দাবির সর্বশেষ স্তর। এটা সাধারণত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে করা হয়। আবার দেখা যায়, সরকার পতনের আন্দোলনে বিরোধী দল আলটিমেটাম দেয়।
- **চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (Charge d'affaires):** একজন রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে মিশনের সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে প্রধানের দায়িত্ব দেয়ার প্রক্রিয়াকে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বলে।

- **ডিপ্লোমেটিক ইলনেস (Diplomatic illness):** যখন কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা কোনো রাষ্ট্রদূত কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে যে কোনো কারণে যোগদান করতে অসম্মতি জানান তখন তার অনুপস্থিতি যাতে সমালোচিত না হয় সেজন্য অসুস্থতার অজুহাত দেখান। একে ডিপ্লোমেটিক ইলনেস বলা হয়।
- **ডিকটেটেড পিস (Dictated Peace):** বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের ওপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপানো শান্তিচুক্তিকে ডিকটেটেড পিস বলে।
- **ডিফ্যাকটো (Defacto):** নতুন সরকার বা রাষ্ট্র রীতিসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হওয়ার পূর্বেই যে কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে বিধিবদ্ধ আইন তৈরি করে তাকে ডিফ্যাকটো বলে।
- **ডোমিনিয়ন (Dominion):** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে উপনিবেশগুলো স্ব শাসন প্রতিষ্ঠার মর্যাদা অর্জন করে তাকে ডোমিনিয়ন বলে।
- **ডমিসাইল (Domicile):** স্থায়ী আবাসভূমিকে ডমিসাইল বলা হয়।
- **নেচারালাইজেশন (Naturalization):** নেচারালাইজেশন হচ্ছে কোনো বিদেশীকে তার ইচ্ছানুযায়ী একটি দেশের নাগরিকত্ব প্রদান।
- **নিউক্লিয়ার আমব্রেলা (Nuclear Umbrella):** পারমাণবিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা বা রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ছত্রছায়া তৈরি করা হয় তাকে নিউক্লিয়ার আমব্রেলা বলা হয়।
- **প্যাসিফিজম (Pacifism):** প্যাসিফিজম বলতে যুদ্ধ বন্ধ করার সংগ্রামকে বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে এ সংগ্রাম করতে বেশি দেখা যায়।

- **ছায়া মন্ত্রিসভা (Shadow Cabinet):** সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল যে কোনো সময় ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে এ আশায় বিরোধী দল একটি মন্ত্রিসভা মনে মনে তৈরি করে রাখে। এ মন্ত্রিসভাকে স্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়া মন্ত্রিসভা বলে।
- **জাতীয়করণ (Nationalization):** কোনো বেসরকারি শিল্প অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে সরকারিকরণকে ন্যাশনালাইজেশন বা জাতীয়করণ বলে।
- **জান্তা (Junta):** রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি গোপন স্বগঠিত সমিতিকে জান্তা বলা হয়।

- **প্যান-ইসলামিজম (Pan-Isamism):** এটি ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্রে গঠিত। ইসলামিক রাজ্য অথবা ফেডারেশন গঠন করে ইসলামী জনতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগিতা তৈরি করা এ আন্দোলনের মূলমন্ত্র।
- **প্যান-জার্মানিজম (Pan-Germanism):** হিটলারের কর্তৃত্বে সব জার্মানি ভাষাভাষীকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটাই প্যান-জার্মানিজম।
- **পুলিশ স্টেট (Police State) :** যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের কার্যাবলী জাতীয় পুলিশের গোপন তদারকী ও পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে পুলিশ স্টেট বলে। পুলিশ রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিক মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।
- **পুলিট ব্যুরো (Polit Bureau):** কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ সংগঠনকে পুলিট ব্যুরো বলে। এ পুলিট ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটির দু'টো অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে নেতৃত্ব দান করে।
- **প্রলেতারিয়েত (Proletariat):** কার্ল মার্কসের মতে শহরাঞ্চলে স্থাপিত মিল-ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের নিয়ে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী গঠিত হয়।
- **প্রিভি পার্স (Privy Purse):** রাজার ব্যক্তিগত খরচের জন্য জনগণের রাজস্ব থেকে দেয়া ভাতা যা রাজার নিজস্ব সম্পত্তি হয় বা খাস তহবিল হয়।
- **প্রাইজ কোর্ট (Prize Court):** কোনো দেশ কর্তৃক স্থাপিত কোর্ট, যা যুদ্ধের সময় সমুদ্র থেকে দখলকৃত শত্রুপক্ষের জাহাজের বিচার করে থাকে।
- **প্যান-অ্যারাবিক মুভমেন্ট (Pan-Arabic Movement):** আরব ফেডারেশন গঠন করার জন্য ধর্মীয় ভিত্তিতে না করে জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে প্যান-অ্যারাবিক মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **জাতীয়তাবাদ (Nationalism):** এটি একটি মানসিক চেতনা। একই এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনন্য মনে করে। ব্লাইডারের মতে, 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার ফল'।
- **জেনোসাইড (Genocide):** ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ একটি জাতিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্মূল করাকে জেনোসাইড বলে।
- **টাস্ক ফোর্স (Task Force):** কোনো কমান্ডের অধীনে বিশেষ কোনো অভিযানের জন্য স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর একটি সম্মিলিত সৈন্যদল পাঠানোর নিয়মকে টাস্ক ফোর্স বলে।

- **পারসন্যালিটি কাল্ট (Personality Cult):** কোনো নেতা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের কাছে অধিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অধিকারী হন তখন সে অবস্থাকে পারসন্যালিটি কাল্ট বলা হয়।
- **পাওয়ার অব অ্যাটর্নি (Power of Attorey):** যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে তার স্বপক্ষে কার্য করার জন্য আইনানুগ ক্ষমতা দান করে তবে তাকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বলে।
- **ফ্লোটিলা (Flotilla):** ফ্লোটিলা হচ্ছে কয়েকটি ছোট ছোট রণতরী যা একটি কমান্ডের হাতে ন্যস্ত থাকে।
- **বেল বা জামিন (Bail):** কোনো কিছুর বিনিময়ে আসামীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়াকে জামিন বলে।
- **ব্যালট (Ballot):** ভোটপত্র, গুপ্তভোট। সর্বজনীন ভোটাধিকারে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- **ব্যালান্স অব পাওয়ার (Balance of Power):** ব্যালান্স অব পাওয়ার বলতে দু'টি দেশের ক্ষমতার ভারসাম্যকে বোঝায়। যে সব দেশের জাতীয় শক্তি অধিক তারা শক্তিশালী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই যে কোনো ধরনের বিবাদ এড়িয়ে শান্তি আনয়নে বিবদমান দু'টি দেশের শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাকে ব্যালান্স অব পাওয়ার বলে।
- **বারবেট (Barbatte):** উত্তোলিত প্লাটফর্ম। এখান থেকে কামান ছোঁড়া হয়।

- **ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম (Demoratic Socialism):** প্রথমে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে উত্তরণের পদ্ধতিকে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম বলে।
- **তৃতীয় বিশ্ব (Third World):** অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. পশ্চিমা বিশ্ব বা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ, ২. কমিউনিস্ট ব্লক, ৩. তৃতীয় বিশ্ব। উন্নয়নশীল ও উন্নয়নকামী দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।
- **দাঁতাত (Detente):** দু'টি বিবদমান দেশের কঠোর মনোভাব নিরসনের চেষ্টাকে দাঁতাত বলে। এতে বিশ্বশান্তি রক্ষা পায়।

- **বেলুন ব্যারেজ (Balloon Barrage):** শত্রুপক্ষের বিমান হামলা বন্ধ করার জন্য বেলুনে তার বেঁধে আকাশে উড়িয়ে যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকেই বেলুন ব্যারেজ বলে।
- **বিলিজেরেন্ট (Balligerant):** যুদ্ধরত দেশসমূহকে কূটনৈতিক পরিভাষায় বিল্লিজেরেন্ট বলা হয়।
- **ব্যাটল ক্রুজার (Battle Cruiser):** বড় যুদ্ধ জাহাজ। এতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত থাকে এবং এর গতি ও ক্ষমতা অনেক বেশি।
- **ব্লকেড (Blockade):** যে সৈন্যবাহিনী বা জাহাজ শত্রুর শহর বা বন্দরের মালামাল সরবরাহ বন্ধ রাখার কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের ব্লকেড বলা হয়।
- **বাই-ইলেকশন (By-election):** একটি চলতি পরিষদের শূন্য আসনের জন্য উপ-নির্বাচন হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অনাস্থার ফলে পরিষদ ভেঙে গেলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মধ্যকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি শাসনতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী হয়।
- **ব্লু বুকস (Blue Books):** ইংল্যান্ডের খাস রাজসভার বিবরণী পুস্তক। নীল মলাটে বাঁধানো বলে একে ব্লু বুকস বলা হয়।
- **ব্লাক শার্ট (Black Shirt):** ব্লাক শার্ট হলো ইতালির মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল।
- **ব্লু লজ (Blue Laws) :** ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে যে আইন সেটাই ব্লু লজ। এ আইন আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

- **দ্বৈতশাসন বা ডায়ার্কি (Diarchy):** সরকারের বিভিন্ন বিষয়কে দু'ভাগে বিভক্ত করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকে দ্বৈত শাসন বলা হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক সরকারের বিষয়সমূহকে (১) সংরক্ষিত ও (২) হস্তান্তরিত এ দু'বিষয়ে ভাগ করা হয়।
- **দূতাবাস (Embassy):** দূতাবাস হলো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কূটনৈতিক কর্মকর্তা বা রাষ্ট্রদূত ও তার কর্মচারীবৃন্দের কার্যালয়।
- **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State):** ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে সেসব রাষ্ট্রকে বোঝায় যেসব রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নাগরিককে সমান চোখে দেখে এবং সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সমান অধিকার প্রদান করে থাকে।

- **রেফারেন্ডাম (Referendum):** কোনো জোটে অন্তর্ভুক্তি এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য জনসাধারণের সম্মতি আদায় যে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে গণভোট বলে।
- **রিয়েল গার্ডস (Real Guards):** সৈন্যদলের পিছনের অংশের শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যে দল নিয়োজিত থাকে তাকে রিয়েল গার্ড বলে।
- **রেডস (Reds):** তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনস্থ ও প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের বন্ধনে আবদ্ধ দেশগুলোকে রেডস বলা হয়।
- **রেড গার্ডস (Red Guards):** সাধারণ সৈন্যদের মতো খাকি পোশাক পরিধান করে থাকে, বাহুতে থাকে লাল বাহু বন্ধনী। তাদের মূল কাজ চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানো। এ সৈন্যগণ মাও সেতুং-এর বাণীও প্রচার করে।
- **রেড আর্মি (Red Army):** ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের লাল পতাকাবাহী সোভিয়েত রাশিয়ান আর্মিকে রেড আর্মি বলা হয়।
- **শোভিনিজম (Chauvinism):** অন্ধ দেশাত্মবোধ। এ কারণে মানুষ অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ঘৃণা করে এবং নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। ফ্রান্সের সৈন্য নিকোলাস শোভিনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।
- **স্কারমিশ (Skirmish):** পরস্পর বিরোধী দু'টি ছোট দলের মধ্যে যুদ্ধকে স্কারমিশ বলে।
- **স্যাবট্যাজ (Sabotage):** সন্ত্রাসবাদী কার্য চালানোর জন্য দেশের সম্পদ ও স্বার্থ নষ্ট করা অর্থাৎ আত্মঘাতী কাজ।

- **নাৎসিবাদ (Nazism):** নাৎসিবাদ এক ধরনের ফ্যাসিবাদ। একে জার্মানির চ্যান্সেলর ও ফ্যুয়রার এডলফ হিটলার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ বিদ্বেষ ও ভীতির মাধ্যমে অন্য জনসাধারণের ওপর প্রভুত্ব করত। নাৎসিবাদের মূল কথা 'ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নয়'। এ মতবাদ উগ্র স্বদেশপ্রেম ও চরম জাতীয়তাবাদের প্রতি আবেদন জানায়।
- **নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament):** নিরস্ত্রীকরণ বলতে অস্ত্র এবং সামরিক শক্তির সীমিতকরণ বা অস্ত্র তৈরি বন্ধ করা বোঝায়।
- **প্রক্সি (Proxy):** একজন আরেকজনের হয়ে কাজ করাকে প্রক্সি বলে।

- **স্যাটেলাইট স্টেট (Satellite State):** বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবাধীনে থাকা প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্র।
- **স্ট্র ভোট (Straw Vote):** একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ বিষয়ে জনমত যাচাই করার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক বেসরকারিভাবে গৃহীত ভোট।
- **সিউজারেন (Suzerain):** কোনো দেশের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রদানকারী দেশ।
- **সরকার (Government):** রাষ্ট্রের একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে সরকার। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং রাষ্ট্রের শাসন সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সরকার থাকে। এটি আইন প্রণয়ন ও দেশের শান্তি রক্ষা করে থাকে।
- **সাংবিধানিক আইন (Constitutional law):** এটি একটি দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন। দেশের শাসন বিভাগ কিভাবে পরিচালিত হবে; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে তা এ আইনে লিপিবদ্ধ থাকে।
- **সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধ (Civil War):** সরকার এবং স্বদেশী বিদ্রোহীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা-ই গৃহযুদ্ধ।
- **সহাবস্থান (Co-existence):** কো-ইক্সিসটেন্স হচ্ছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী এবং পরস্পর সদ্ভাব বজায় রেখে কারো অভ্যন্তরীণ অথবা বহ্যিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে সহাবস্থান করা।

- **প্যারোল (Parol):** প্যারোল বলতে বুঝায় কোনো বন্দিকে সাময়িকভাবে মুক্তিদানকালে অঙ্গীকার করানো হয় যাতে সে পালিয়ে না যায়, জেলে ফিরে আসে এবং গ্রেপ্তারকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ না করে।
- **প্রোটোকল (Protocol):** প্রোটোকল দ্বারা কখনও কখনও সন্ধির সমপর্যায়ভুক্ত চুক্তি বোঝায়। কূটনৈতিক পরিভাষায় একে সাধারণ আন্তর্জাতিক দলিলপত্র বোঝায়। কূটনৈতিক প্রোটোকল দ্বারা কূটনৈতিক বিভাগীয় কর্মচারীদের শিষ্টাচারভিত্তিক চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **ফ্যাসিজম (Fasscism):** ফ্যাসিজমের মূলনীতি জনগণের জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য জনগণ। রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার অধিকারী। বেনিতো মুসোলিনি ইতালিতে এ মতবাদ প্রচার করেন।

- **ফ্যাসিস্ট পার্টি:** ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনি ফ্যাসিবাদ চালুনোর জন্য যে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত রাজনৈতিক দল গঠন করেন সেটিই হচ্ছে ফ্যাসিস্ট পার্টি। এ দলের সাহায্যেই তিনি ইতালির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।
- **ফোর্থ এস্টেট (Fourth Estate):** দেশের সংবাদপত্রকে ফোর্থ এস্টেট বা চতুর্থ শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- **বলশেভিক (Bolshevik):** রুশ কমিউনিস্ট পার্টি, যারা কার্ল মার্কসের মতবাদে বিশ্বাসী। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রুশ বিপ্লব সফল করে।
- **বাফার স্টেট (Buffer State):** দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য দু'দেশের মাঝখানে অবস্থিত স্বাধীন নিরপেক্ষ দেশকে বাফার স্টেট বলে।
- **বুর্জোয়া (Bourgeoisie):** কার্ল মার্কসের মতে শিল্প সম্পদের অধিপতিদের নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত হয়। তার মতে ক্ষুদে বুর্জোয়ারা বড় বুর্জোয়াদের কাছে পরাজিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত হয়।
- **বামপন্থি (Leftist):** প্রগতিশীল মতবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদেরকে বামপন্থি বলে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই বামপন্থিরা বিরোধী দল হিসেবে থাকেন। পার্লামেন্টের বাম দিকে বসেন বলে এদেরকে লেফটিস্ট নামকরণ করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে এরা উদার, প্রগতিশীল ও সংস্কারবাদী রাজনীতি করে থাকেন।
- **মার্কসবাদ (Markism):** সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার জন্য কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস যে সামাজিক অর্থনৈতিক মতবাদ প্রদান করেন তাই মার্কসবাদ। এ মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো- ১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ২. উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব, ৩. ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ, ৪. শ্রেণী সংগ্রাম, ৫. সামাজিক বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতদের একনায়কতন্ত্র, ৬. শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের অবসান।
- **মনরো ডকট্রিন (Monro Doctrine):** ১৮২৩ সালে প্রেসিডেন্ট মনরো কর্তৃক ঘোষিত নীতি যাতে ইউরোপিয়ানদের আমেরিকার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়।
- **শ্বেতপত্র (White Paper):** গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জনসমক্ষে সরকার কর্তৃক প্রচার করাকে হোয়াইট পেপার বা শ্বেতপত্র বলে। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের গণহত্যাকে সমর্থন করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল।
- **স্কোয়াড (Squad):** ছোট সৈন্যদলের একত্রে মিলিত হয়ে কসরত, শিক্ষা গ্রহণ ও কাজ করা হলো স্কোয়াড।

- **ভেটো (Veto):** 'ভেটো' শব্দের অর্থ 'আমি মানি না'। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্যের (ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন) মধ্য থেকে যে কোনো একটি সদস্য তার অমত প্রকাশ করে যে কোনো সিদ্ধান্তকে অসম্ভব করে দিতে পারে। এটাকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা বলে।
- **মাওইজম (Maoism):** মাওইজম হচ্ছে মাও সেতুং-এর প্রচারিত মতবাদ। মাও সেতুং বলেন, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
- **ম্যান্ডেট বা আদেশ (Mandate):** বলবান রাষ্ট্র কর্তৃক ছোট ও দুর্বল দেশের ওপর কর্তৃত্ব করাকে ম্যান্ডেট বলে। ভোটারগণ তাদের প্রতিনিধিগণের ওপরও ম্যান্ডেট জারি করে থাকেন।
- **যুক্তরাষ্ট্র (Federation):** ফেডারেশন কয়েকটি অঞ্চল বা প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় এবং এর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা চালু আছে।
- **রেড টেপ (Red Tape):** রেড টেপ হলো সরকারি নিয়মানুবর্তিতা।
- **রাষ্ট্র (State):** রাষ্ট্র হলো এমন এক জনসমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি সরকার গঠন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে।
- **রিট (Writ):** কোনো সার্বভৌম সরকার কর্তৃক অফিসার বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো কার্যসম্পাদন করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আদালত কর্তৃক নির্দেশ।
- **লবিং (Lobbying):** Lobbying শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Lobby' থেকে, যার অর্থ কোনো ভবনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত অন্য অংশ। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Lobbying শব্দটির অর্থ হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের পক্ষে আনার প্রয়াস।
- **সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism):** অপরের রাজ্য দখল করে শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রবণতাকে ইমপিরিয়্যালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ বলে।
- **হাই কমিশনার (High Commissioner):** হাই কমিশনার হচ্ছে একটি কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র থেকে অপর কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রে প্রেরিত সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রতিনিধি।
- **হুইপ (Whip):** জাতীয় সংসদের সদস্য, যিনি দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং ভোটাভুটির সময় সদস্যদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন।